বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ।

কথিত আছে শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । মেরুদন্ড হলে তার একটি ফাংকশন থাকবে । আবার ফাংকশন থাকলে তার নীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে । কিন্তু নীতি ছাড়াই বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে । খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা, এই পাঁচটি মানুষের মৌলিক অধিকার । আলোচ্য এই পাঁচটি অধিকার সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল । তাই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল নীতি হিসাবে গৃহীত এবং আবাহমান বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্ঠির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান ভিত্তিক সেকুলার একক শিক্ষা নীতি চালুর লক্ষ্যে ডঃ কুদরাত-ই-খুদা কমিশন গঠিত হয় ।

আলোচ্য ঐ নীতি বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লুটেরা অংশের মনঃপুত ছিল না, তাই ১৯৭৫ সালের মর্মান্তিক ঘটনা । বর্তমানে ৫% বাঙ্গালী বিত্তমান পরিবারের সন্তানেরা বৃটিশ ও মার্কিন শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণ করে ইংরাজী মাধ্যমে লেখাপড়া করছে, ২০% মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা পুজিবাদের লেজুর বৃত্তিকারী শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক প্রবর্তিত বিকৃত কারিকুলাম অনুসরণ করে সাধারণ স্কুল-কলেজে বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করছে । অবশিস্ট ৭৫% বিত্তহীন পরিবার অর্থাভাবে সন্তানকে সাধারণ স্কুল-কলেজে প্রেরণে ব্যর্থ হয়ে খয়রাতি মাদ্রাসায় প্রেরণে বাধ্য হচ্ছে । আলোচ্য এই কাওয়ামী মাদ্রাসাগুলিতে পোষাকসহ থাকা-খাওয়া ফ্রী, ফলে সন্তানকে শিক্ষাদানে আগ্রহী, কিন্তু দারিদ্রে জর্জরিত পিতা-মাতারা সন্তানকে কাওয়ামী মাদ্রাসায় প্রেরণে উৎসাহ বোধ করেণ । কাওয়ামী মাদ্রাসাগুলির কারিকুলাম হলো কোরাণ ও হাদিস এবং পাঠ্যের মাধ্যম হলো আরবী । তাই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক নির্ভর তিনটি শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলাম চালু আছে এবং শিক্ষার মাধ্যম তিনটি ভিন্ন ভাষা ।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা একটি লাভজনক ব্যবসা, বিনিয়োগ ছাড়াই দুই-তিন বছরে কোটিপতি হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা । মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থের যোগান দিয়ে থাকে মার্কিন সমার্থিত মধ্যপ্রাচ্যের রাজ্য সমূহ । ব্যবসাটির সাথে লুটেরা শ্রেনীর ধর্মীয় রক্ষণশীল অংশ জড়িত । এই গোষ্ঠি ইসলামি ব্যাংকসহ আরো অনেকগুলি সেবা মূলক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত । লুটেরা গোষ্ঠিই জোট সরকারের চালিকা শক্তি । জোট সরকার বিদ্যমান এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলামকে নীতি হিসাবে গ্রহন করে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী ছিল । কিন্তু বাদসাধলেন ডঃ জাফর ইকবালের নেতৃত্বে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ।

ইন্টারনেটে বিচরণকারী মুক্তমনের দাবীদার যুবক-যুবতীরা মাদ্রাসা সংক্রান্ত বিষয় বিভ্রান্তিতে আছেন। তারা ধর্মী চিন্তামুক্ত হোতে পারেনি বিধায় মাদ্রাসা সংক্রান্ত বিষয়টি বস্তুবাদী দৃস্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ না করে, বিষয়টি অবলোকন করেন অশিক্ষিত ধর্মীয় রক্ষণশীলদের মতো বেহেশতে যাওয়ার ভাববাদী চিন্তা থেকে । কাওয়ামী মাদ্রাসাগুলিতে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়ে, সম সুযোগ-সুবিধা যদি সাধারণ স্কুলগুলিতে দেয়া হয়, তবে কাওয়ামী মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র পাওয়া দুষ্কর হবে । যেমন বোর্ড নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা ও সাধারণ স্কুল-কলেজগুলিতে সম সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকায়, উক্ত মাদ্রাসাগুলিতে খুব কম ছাত্রই যায় । দেখা যাচ্ছে বিত্তহীন পরিবারের পিতা-মাতারা নিজ সন্তানদের পার্থিব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে কাওয়ামী মাদ্রাসায় প্রেরণ

করছে, বেহেশতে যাওয়ার পথ সুগম করার লক্ষ্যে নয়। এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকারীরাও ব্যবসায়িক স্বার্থে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে চলছেন । ফলে সরাসরি মাদ্রাসা বন্ধ করতে যাওয়া হবে হিতে বিপরীত। বিষয়টি রাজনৈতিক, তাই রাজনৈতিক ভাবেই বিষয়টি সমাধান হওয়া বাঞ্চনীয় । সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীলদের দায়ীত্ব হবে ইংরাজী কিন্ডার গার্ডেন, সাধারণ স্কুল ও মাদ্রাসা সমূহে একই কারিকুলাম ও পাঠ্য মাধ্যম অনুসরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাওয়া ।

সেতারা হাশেম ০১/১২/০৬